



নির্বাচন অপ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০৪৮.২১-৫৭৫

তারিখ: ১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৮
২৭ নভেম্বর ২০২১

পরিপত্র-১

বিষয়ঃ ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০২১ উপলক্ষে ৫ম ধাপের নির্বাচনি সময়সূচি, রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, মনোনয়নপত্র বাছাই, বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিল নিষ্পত্তি, রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়ন, প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতা ও প্রতীক বরাদ্দ এবং অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০২১ কয়েকটি ধাপে অনুষ্ঠানের জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে ৫ম ধাপে ৭০৭টি ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে (পরিশিষ্ট-ক)। ৫ম ধাপের নির্বাচনের জন্য সময়সূচি, রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, মনোনয়নপত্র বাতিল বা গ্রহণের বিরুদ্ধে আপিল নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত কর্মকর্তা, মনোনয়নপত্র আহ্বানের গণবিজ্ঞপ্তি জারি, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন, মনোনয়নপত্র দাখিল/গ্রহণ, বাছাই ইত্যাদি বিষয়ে মাননীয় নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছেন। নিম্নে বিভিন্ন নির্দেশাবলী উল্লেখ করা হলো :

২। **নির্বাচনি সময়সূচি:** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২০ এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ অনুযায়ী মাননীয় নির্বাচন কমিশন ৫ম ধাপে ৭০৭টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচি ধার্য করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন :

(ক)	রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ	:	০৭ ডিসেম্বর ২০২১ (মঙ্গলবার)
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	:	০৯ ডিসেম্বর ২০২১ (বৃহস্পতিবার)
(গ)	প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	:	১৫ ডিসেম্বর ২০২১ (বুধবার)
(ঘ)	ভোটগ্রহণের তারিখ	:	০৫ জানুয়ারি ২০২২

ভোটগ্রহণের সময়সীমা: সকাল ০৮.০০ টা হতে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত

৩। **প্রার্থিতা বিষয়ক কার্যক্রম :** উল্লিখিত সময়সূচি অনুযায়ী স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৫ অনুসারে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের শেষ তারিখ ১২ ডিসেম্বর ২০২১ এবং দায়েরকৃত আপিল ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ (মঙ্গলবার) এর মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। তাছাড়া ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে শূক্রবার প্রতীক বরাদ্দের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। মনোনয়ন ও প্রার্থিতা বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম উল্লিখিত সময়সূচির সাথে সমন্বয় করে সম্পন্ন করতে হবে।

৪। **সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার কর্তৃক সময়সূচির প্রজ্ঞাপন জারিঃ** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত উপরি উল্লিখিত নির্বাচনি সময়সূচি অনুযায়ী সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ এতদসঙ্গে সংযোজিত নমুনায় (পরিশিষ্ট-খ) প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করবেন। পরিশিষ্ট-ক এ উল্লিখিত তালিকার মন্তব্য কলামে 'E' চিহ্নিত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ইডিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

৫। **রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ:** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৫ বিধি অনুসারে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করবেন। সময়সূচির প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বেই রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে। একটি উপজেলায় সর্বোচ্চ ৩টি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য রিটার্নিং অফিসার হবেন উপজেলা নির্বাচন অফিসার। একটি উপজেলায় ৩টির অধিক ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হলে অন্য বিভাগের উপযুক্ত কর্মকর্তার মধ্য হতে অথবা পার্শ্ববর্তী উপজেলা হতে (৫ম ধাপে বা পরবর্তী/শেষ ধাপে আরও কয়েকটি নির্বাচন অথবা অন্য কোন নির্বাচনে দায়িত্ব থাকা বা সম্ভাবনা না থাকলে) অথবা নিকটস্থ মেট্রোপলিটন এলাকার থানা নির্বাচন অফিসারের থানা নির্বাচন অফিসারের মধ্য হতে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা যাবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন, ২০২১ উপলক্ষে সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ না করার জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। নব নিয়োগপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাচন অফিসারদের ০১টি ইউনিয়নের রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। উক্ত রিটার্নিং অফিসারগণকে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা সঠিকভাবে অবহিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে মনিটরিং করা হবে।

৬। **নির্বাচনি সময়সূচির প্রজ্ঞাপন স্থানীয়ভাবে প্রকাশঃ** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত এবং সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার কর্তৃক ধার্যকৃত নির্বাচনি সময়সূচি সম্বলিত প্রজ্ঞাপনটি স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ অনুসারে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে, ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য স্থানে এবং রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে স্থানীয়ভাবে টাংগাইয়া প্রকাশ করতে হবে।

অফিসের ঠিকানাঃ

নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ

ফোনঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫

ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

৭। **রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচনি সময়সূচির বিজ্ঞপ্তি জারিকরণঃ** সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারের নিকট হতে প্রাপ্ত নির্বাচনি সময়সূচির প্রজ্ঞাপন স্থানীয়ভাবে প্রকাশের পর রিটার্নিং অফিসারগণকে পরিচালনা বিধিমালায় বিধি ১১ অনুসারে প্রার্থীদের নিকট হতে মনোনয়নপত্র দাখিলের আস্থান জানিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা এবং রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোথায় মনোনয়নপত্র গৃহীত হবে তা উল্লেখ করে স্থানীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি জারির সুবিধার্থে একটি নমুনা এতদসঙ্গে সংযোজন করা হল (পরিশিষ্ট-গ)। যেসব ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ইডিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে সেগুলো সময়সূচির প্রজ্ঞাপন ও স্থানীয় বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করতে হবে।

৮। **চেয়ারম্যান পদে দলীয় মনোনয়নঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২৫ সনের ২৮ নং আইন) আইন অনুসারে চেয়ারম্যান পদে দলীয়ভাবে মনোনয়নের বিধান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১২ এর উপবিধি (৩) এর দফা (ঈ) নিয়ে উদ্ধৃত করা হলোঃ

“(ঈ) রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাহাদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র থাকিবে যে, উক্ত প্রার্থীকে উক্ত দল হইতে মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন রাজনৈতিক দল কোন ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান পদে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে না, একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে উক্ত দলের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

আরও শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল উহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবি, নমুনা স্বাক্ষরসহ একটি পত্র তফসিল ঘোষণার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট এবং উক্ত পত্রের একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশনেও প্রেরণ করিবে;”

উক্ত বিধান অনুসারে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপত্র (ফরম-১) এর সংযুক্তি-১ অনুসারে মনোনয়ন প্রদান করবেন। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতীকসহ তালিকা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো (পরিশিষ্ট-ঘ)।

৯। **প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থকঃ** বিধি ১২ এর উপবিধি (১) অনুসারে (১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের অন্য কোন ভোটার, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৬(১) এর অধীন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন। উপবিধি (২) ধারা ২৬(১) এর অধীন সদস্যরূপে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকলে-

(ক) ধারা ১০ এ উল্লিখিত সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদের জন্য ধারা ৩ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন সমন্বিত ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত সমন্বিত ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে কোন মহিলার নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন;

(খ) ধারা ১০ এ উল্লিখিত নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য পদের জন্য ধারা ৩ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন।

তবে, উপবিধি (৪) অনুসারে কোন ভোটার প্রস্তাবকারী হিসেবে অথবা সমর্থনকারী হিসেবে চেয়ারম্যান অথবা সংরক্ষিত আসনের সদস্য বা সাধারণ আসনের সদস্য পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পদে একটির অধিক মনোনয়নপত্রে তার নাম ব্যবহার করবেন না এবং যদি কোন ভোটার একই পদে অনুরূপ একাধিক মনোনয়নপত্রে তার নাম ব্যবহার করেন, তা হলে এইরূপ সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০। **মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তিঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর বিধি ১৫ অনুসারে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাছাইয়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ প্রার্থী, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বাছাইয়ের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩(তিন) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার এর নিকট আপিল দাখিল করতে পারবেন এবং আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ কর্তৃক আপিল দায়েরের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩(তিন) দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করার বিধান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৫ম ধাপের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের সময়সূচির আলোকে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের শেষ দিন **১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ**। দায়েরকৃত আপিল **১৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য** মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

১১। **প্রতীক বরাদ্দের প্রত্যয়ন :** বিধি ১৯ অনুসারে রিটার্নিং অফিসার সময়সূচি মোতাবেক প্রতীক বরাদ্দ করিবেন। প্রতীক বরাদ্দের পর সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং জেলা নির্বাচন অফিসারকে তা যাচাই করে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে। প্রতীক বরাদ্দের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রচার সামগ্রী যাচাই করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং সিনিয়র/জেলা নির্বাচন অফিসার যাচাই করবেন। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা এ বিষয়ক কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে তত্ত্বাবধান করবেন।

১২। **স্বাস্থ্য বিধি ও সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালন:** স্বাস্থ্য বিধি ও সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে নির্বাচনি প্রচারণা, ভোটগ্রহণ ও নির্বাচনি অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান এবং ইতঃপূর্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের শূন্য আসনের নির্বাচন উপলক্ষে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে প্রচার কার্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩। **রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১২ অনুসারে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন প্রার্থী নিজে অথবা তার প্রস্তাবক অথবা তার সমর্থক রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারবেন। মনোনয়নপত্র দাখিলের পর পরই রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র গ্রহণের দিন ও সময় উল্লেখ করে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে একটি রসিদ (প্রাপ্তি স্বীকার পত্র) প্রদান করবেন। উক্ত রসিদে কোথায়, কোন তারিখ ও কোন সময়ে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকবে। এই রসিদ মনোনয়নপত্রের সাথে সংযোজিত রয়েছে।

১৪। **মনোনয়নপত্র ও তার সাথে দাখিলকৃত কাগজাদিঃ** আইনের ধারা ২৬ এর বিধান সাপেক্ষে, বিধিমালার বিধি ১২ এর উপবিধি (৩) অনুসারে-

- (ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক', সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-১' এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-২' অনুসারে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কমপক্ষে ২ সেট মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে।
- (খ) মনোনয়নপত্র প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে; এবং
- (গ) মনোনয়নপত্র নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ দাখিল করতে হবে, যথা:-
 - (অ) বিধি ১৩ অনুসারে জামানতের টাকা জমাদানের প্রমাণ হিসেবে রিটার্নিং অফিসারের অনুকূলে প্রদেয় ব্যাংক ড্রাফট অথবা ট্রেজারি চালান বা পে-অর্ডার;
 - (আ) উক্ত মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী সম্মত আছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ২৬(২) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে তিনি অযোগ্য নন মর্মে তাঁর স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র; এবং
 - (ই) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীদের কেহ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসেবে একই পদে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করেন নাই;
 - (ঈ) চেয়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাদের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, স্বাক্ষর ও সিলমোহরযুক্ত দলীয় মনোনয়ন।

১৫। **মনোনয়নপত্র দাখিলোত্তর করণীয়ঃ** প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক উহা দাখিলের নির্ধারিত একটি তারিখে বা উহার পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার উহা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করিবেন। তাছাড়া-

- (ক) কোন ব্যক্তি একই নির্বাচনি এলাকার জন্য একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারিবেন এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।
- (খ) কোন ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করিলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত প্রথম বৈধ মনোনয়নপত্র ব্যতীত অন্য সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।
- (গ) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর দিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তিনি কখন ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন।

উল্লিখিত বিষয়াদি প্রার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে।

১৬। **মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তালিকা প্রস্তুতঃ** রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্যাদি ফরম-গ অনুসারে প্রস্তুত করে তাঁর কার্যালয়ে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন কোন স্থানে টাংগিয়ে দিবেন। প্রস্তুতকৃত তালিকা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বা অন্যদের প্রয়োজনে সরবরাহ করবেন।

১৭। **জামানতঃ** ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে জামানত হিসেবে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে (সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য/সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য) ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা রিটার্নিং অফিসারের অনুকূলে জমাদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালান বা কোন তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট রিটার্নিং অফিসার প্রদত্ত রসিদ জমা দিতে হবে। কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হবে না;

- (১) বিধিমালা বিধি ১৩ এর উপবিধি (১) এ উল্লিখিত টাকা জমা দেয়া না হলে, রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবেন না।
- (২) রিটার্নিং অফিসার জমাকৃত টাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি ফরম 'খ' অনুসারে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।
- (৩) প্রার্থী জামানতের টাকা “৬/০৬০১/০০০১/৮৪৭৩” কোডে জমা দিবেন।

১৮। **মনোনয়নপত্র বাছাইঃ** (১) রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৪ অনুসারে সকল মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন। মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই করার সময় প্রার্থীগণ, তাদের নির্বাচনি এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিধি ১২ এর অধীন তার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার জন্য তাদেরকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৪ এর উপবিধি (১) এর অধীন বাছাইয়ের সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করবেন এবং উক্তরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মনোনয়ন পত্রের ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি করবেন।

